দৈনিক বাংলা

226

তারিখ 18/11/79
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

18/11/79

খাল খননে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ইউপি চেয়ারম্যানদের শপথ

ফরিদপুর, ১৭ই নবেম্বর (বাসস)।—ফরিদপুর জেলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা খাদ্য উৎপাদন বিগুণ করতে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খননের জন্য জনগণকে সংঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করেন।

আজ সন্ধ্যায় এখানে কবি জসিম উদ্দিন হলে জেলার ইউপি চেয়ারম্যানদের এক সভায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চেয়ারম্যানরা এ শপথ গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন যে ইতিমধ্যেই প্রতেক মহকুমায় অন্তত একটি করে খাল খননের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশব্যাপী প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে।

তিনি বলেন, স্থায়ী উৎস থেকে শুষ্ক মওসুমে জমিতে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করাই এ ধরনের খাল খননের প্রধান লক্ষ্য। এর ফলে কৃষকরা বছরে তিনটি ফসল চাষে সক্ষম হবেন এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়বে।

তিনি বলেন, 'এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে আমরা আমাদের কাদা চাহিদা মেটাতে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রফতানী করতে সক্ষম হব।'

খাল খননকে 'বিপ্লবের' পথে পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করে প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের প্রতি সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করে এক নেতৃত্বদানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে আমাদের সকল প্রচেষ্টাও বিফল হবে। সারা বছর সেচের জন্য খাল খনন ভিন্ন আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই।'

প্রেসিডেন্ট বলেন, কারো জমি বা বাড়িঘর ছিনিয়ে নেয় নয় বরং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নই বিপ্লবের লক্ষ্য।

তিনি তাঁর শ্রোতাদের প্রতি বিপ্লব এগিয়ে নিতে জনগণকে নেতৃত্বদানের আহ্বান জানান। খাল খননের মধ্যে এ বিপ্লব শুরু হবে।

ফরিদপুরের জনগণের নিকট প্রদত্ত পূর্বেকার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চেয়ারম্যানদের বলেন যে ইতিমধ্যেই কয়েকটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়েছে এবং জেলার উন্নয়নের জন্য অবশিষ্টগুলো পূরণ করা হবে। এ জেলা অতীতে অবহেলিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে শীঘ্রই

(৩-এর পৃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

খাল কাটা শুরু

(প্রথম পৃঃ পর)

মাইল দীর্ঘ এ খাল কাটার কাজ উদ্বোধন করেন। এ মাসের মধ্যেই এ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খাল খনন উদ্বোধনকালে তিনি স্থানীয় লোকদের স্বল্পতম সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে এ ধরনের আরো কাজ করতে পরামর্শ দেন। আগামী কয়েক সপ্তাহে এ জেলায় একই ধরনের আরো কাজ হাতে নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

এপ্রকল্পের কাজ শেষ হলে গৌরনদী থানার প্রায় ৪ হাজার একর জমিতে ইরি ও অন্যান্য ফসল ফলানোর সুবিধা হবে।